প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা : বর্ত্তমান বিহার একদা-বৃহত্তর বঙ্গভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল ।

।। প্রথম অধ্যায় ।।

-:- ভূমিকা -:-

বর্তমান বিহার একদা বৃহত্তর বঙ্গভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল ।

বিহার এবং বাংলার মধ্যে নিকট সম্পর্ক দীর্ঘ অতীত থেকে চলে আসছে — "due to political reasons and geographical contiguity." - ১।

ভৌগোলিক নৈকট্যের দরুণ পাল এবং সেন বংশের সময়ে, আলাউদ্দিন হুশেন শার আমলে, আকবরের রাজত্বকালে, বিশেষ করে পরবর্তী মোগলদের সময়ে বিহার এবং বাংলার যোগ নিবিড় হয় । ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট বিহারকে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করেন এবং তার ফলে আলীবর্দী খাঁ যখন বাংলার নবাব তখন থেকে আরম্ভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যের সময়েও অনেক দিন পর্যন্ত বিহার ছিল বাঙলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ।

কলকাতাতে প্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাজত্ব আরম্ভ করে । ফলে কলকাতা - কেন্দ্রিক বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম পরিবর্তনের সূচনা হয় । ভারতীয় নবজাগরণের মশাল বাহকের দায়িত্ব ঐতিহাসিকভাবে বাঙালীর ওপর অর্পিত হয়েছিল । নূতন যুগের সূচনা হতে চলেছে, এটা অনুমান করে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালী নিজেকে নূতন শাসকবর্গের সাহায্যকারী হিসাবে প্রস্তুত করে । এইভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তরে যতই বিস্তারিত হতে আরম্ভ করে ততই বাঙালী ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে একটি সৃজনশীল সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে । রাজা রামমোহন রায়ের আন্দোলনের ফলে, হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায়, পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদী সমাজসংস্কারে ঊনবিংশ

শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালী সৃজনাত্মক ভূমিকা পালনে যোগ্য হয়ে উঠেছিল। বিহার যেহেতু ছিল বাঙলার নিকটতম প্রদেশ এবং বিহার যেহেতু ছিল দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাঙলারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সেই কারণে বাঙালীরা সৃজনাত্মক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসেবে বিহারেই সবচেয়ে বেশী ছড়িয়ে পড়েছিল।

স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালে যে প্রথম জনগণনা হয় তার হিসাব অনুযায়ী বিহারের বাসিন্দা বাঙালীর সংখ্যা ছিল ১৭৫২৭১১। এই বিপুল সংখ্যক বাঙালী ইতিহাসের প্রক্রিয়াতেই বিহারে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। ইতিহাস থেকে আমরা জানি দ্বাদশ শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর বল্লাল সেন বেশ কিছু উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ পরিবারকে বিহারে প্রেরণ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা গনেশের আমলে বেশ কিছু বাঙালী বিশেষ করে ভাগলপুর জেলায় বসবাস করতে আরম্ভ করেন। আলাউদ্দিন হুসেন শার আমলেও এরকম বিহারে বাঙালীর আগমনের কথা আমরা জানতে পারি। এই উত্তর রাঢ়ী কায়স্থরা বিভিন্ন জমিদারিতে কানুনগো হিসেবে বা অন্যান্য সরকারী কাজে নিযুক্ত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের সময়েও বাঙালী বৈষ্ণবেরা দলে দলে বিহারে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। W. W. Hunter এর রচিত বিহারের বিভিন্ন জেলার যে Statistical-বিবরণ আমরা পাই তার থেকে এই তথ্য জানা যায়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে শোরার ব্যবসাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু বাঙালী মজঃফরপুর জেলায় বসবাস আরম্ভ করে। যারা শোরার দারোগা পদে নিযুক্ত ছিল তারা বেশীর ভাগই বাঙালী। পরে যখন ভাগলপুর, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর ও চম্পারণ জেলায় নীলকুঠি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বহু বাঙালী সেই কাজে নিযুক্ত ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ভাগলপুর হয়ে উঠেছিল রেশম শিল্পের একটা বড় কেন্দ্র। মালদা, মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়া থেকে সেখানে রেশম রপ্তানি হত। বহু বাঙালী রেশম শিল্পী ভাগলপুর জেলায় বসবাস করতে শুরু করেন। ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের The Bengal

Administration Report অনুযায়ী ভাগলপুর বিভাগের ব্যবসা -বানিজ্য মূলত: ছিল বাঙালীদের হাতে । উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আমরা লক্ষ্য করি সাঁওতাল পরগণায় খাদ্য শস্যের আড়ত -ব্যবসায়ী এবং মহাজন , বেশীর ভাগই ছিল বাঙালী । বাকল্যান্ড অনুমান করেন — "The Bengali money-lenders cum grain dealers have been responsible for the Santhal insurrections of 1854 in the Santhal Parganas, the Southern district of Bhagalpur division." - ২। ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অনেক বাঙালী ব্যবসায়ী পাটনা শহরে তাদের গদি প্রতিষ্ঠিত করেন । তারা নদীপথে তাদের বানিজ্য দ্রব্য বিহারের বিভিন্ন শহরে পাঠাতো । নুন , ঘি এবং কাঠের ব্যবসার সঙ্গেও বহু বাঙালী যুক্ত ছিল । অনেক বাঙালী আফিঙের গুদামে কেরানী হিসাবেও চাকরী করতে আসে । খোঁজ নিলে দেখা যায় বিহারে সুপ্রতিষ্ঠিত বাঙালীদের অনেকেরই পূর্বপুরুষ এইরকম কোন না কোন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে অনেক বাঙালী কর্মচারী বিহারে আসে এবং ধীরে ধীরে বিহারের বাসিন্দা হয়ে যায় । ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে নতুন শাসন ব্যবস্থায় যে পরিকাঠামো গড়ে ওঠে তাকে পূর্নাঙ্গরূপ দেবার প্রয়োজনে বহু ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীকে বিহারে আসতে হয় । যখন দ্বৈত -ব্যবস্থা পরিত্যাগ করা হয় এবং রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ন দায়িত্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গ্রহণ করে , তখন বহু ভারতীয় কানুনগো ও দেওয়ান নিযুক্ত হয়। পরবর্তীকালে , শান্তিরক্ষার জন্য , রাজস্ব আদায়ের জন্য এবং বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজনে বহু কর্মচারী নিযুক্ত হয় । সেই কাজে প্রধানত: নিযুক্ত হয় বাঙালীরা । " All these administrative changes offered new opportunities for employment in civil administration and the Bengalees took advantage of them. They responded to changes at every stage, virtually since the days of Supervisonship in early

1770s, and came to hold major share of the junior posts in administration in Bengal and Bihar. The Bengalees could do so because they had taken to English education much before the Beharis. - ৩।

সমকালীন Report থেকে দেখা যায় ভাগলপুর বিভাগে কর্মরত ১৮ জন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে ১১ জনই বাঙালী । পাটনা , শাহাবাদ , গয়া , মজঃফরপুর , দ্বারভাঙ্গা , শরণ জেলার ৪৩ জন নিম্নপদস্থ বিচারকের মধ্যে ২১ জন বাঙালী । ১৯০৮ - ৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারভাঙ্গা জেলায় কর্মরত ৫৬ জন ওভারসিয়ারের মধ্যে ২৯ জনই ছিল বাঙালী । ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় যে Temple Medical School খোলা হয় , তার ইংরেজ অধ্যক্ষ ব্যতীত বাকী ৬ জন শিক্ষকই ছিলেন বাঙালী । বেসরকারী ডাক্তারদের মধ্যেও অধিকাংশই ছিলেন বাঙালী । আর'' In large and important district like Patna, Muzzaffarpur, Bhagalpur and Saran the leading lawyers were Bengalees." - ৪।

বিহারে শিক্ষা বিস্তারেও বাঙালীরা অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । বাংলাদেশে গোড়ায় উইলিয়ম কেরীর উদ্যোগে , পরে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং আলেকজান্ডার ডাফ প্রমুখ শিক্ষাবিদের আগ্রহে বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার লাভ করে । এই বাঙালীরাই পরবর্তীকালে ইংরেজী শিক্ষার আলোক অন্য প্রদেশে বিস্তার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন । বিহারে স্কুল কলেজের

প্রতিষ্ঠাতা তাঁরাই। সেই সব স্কুল কলেজের শিক্ষকরাও ছিলেন বাঙালী । এ ছাড়া বিহারে বাঙালীদের আগমনের পেছনে আরেকটা বড় কারণ ছিল বিহারের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া । বাংলাদেশের আর্দ্র আবহাওয়া ও ম্যালেরিয়ার হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে বাঙালীরা সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরে দলে দলে এসেছে এবং পরে বসবাস করতে আরম্ভ করেছে । প্রধানত: এই বাঙালীদের উদ্যোগেই মিহিজাম , মধুপুর , গিরিডি , দেওঘর , শিমুলতলা , হাজারীবাগ , চাঁইবাসা প্রভৃতি শহরগুলো গড়ে উঠেছে । রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও ছোটগল্পে অনেক চরিত্রের কথা পাই যারা স্বাস্থ্য উদ্ধারকল্পে বিহারে এসেছিল । এইসব চরিত্রগুলো বাস্তবকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল । বিহারের বিখ্যাত বিখ্যাত জমিদার কাছারিতে ম্যানেজারের পদে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বেশীর ভাগ বাঙালী । বিহারে বাঙালীরা বসবাস করতে আরম্ভ করায় বিহারের শহর - গুলোতে অনেক দুর্গাবাড়ি ও কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয় । সেইসব মন্দিরে যাঁরা পুরোহিতের কাজ করতেন তাঁরা বেশীর ভাগই ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত বাঙালী । এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিহারের অনেক শহরে সমৃদ্ধ , সচ্ছল মধ্যবিত্ত বাঙালী বসবাস করতে আরম্ভ করে এবং বিহারের সামাজিক জীবনে নেতৃত্ব দেয় ।

ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী এইভাবে নানা কর্মসূত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ব্যাপকভাবে বিহারে বসবাস আরম্ভ করে । আবার এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলার নবজাগরণ ঘটে এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠতে শুরু করে । যে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজ শাসনে ন্যায়পরায়ণতার প্রতি আস্থা রেখে যাত্রা শুরু করেছিল তাঁদের অচিরেই মোহ ভঙ্গ ঘটেছিল । জাতীয়তাবাদের চেতনায় এবং দেশপ্রেমের ভাবনায় বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সাংবাদিকতা প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছিল । বিহারের বাসিন্দা বাঙালীরা এই মূল স্রোত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি ।

"These historical forces also worked in the minds of the Bengal Community in Bihar, who were careful to preserve their language,

literature and culture as far as practicable amidst their neighbours who differed from them in many respects. - ৫।

এই বাঙালীরা প্রথমে নিজেদের প্রবাসী ভেবেছেন এবং যতদূর সম্ভব নিজেদের গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা প্রতিবেশী অন্যভাষী মানুষদের সঙ্গে সংযোগ তত রাখেন নি যত বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে যে পরিবেশে মানুষ বাস করে সেই, পরিবেশের প্রভাব তার ওপর পড়তেই থাকে। ফলে যতই তাঁরা বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার সচেষ্ট থাকুন না কেন সেটা তারা পুরোপুরি বজায় রাখতে পারেন নি। তাঁরা চোখ মেলে তাকিয়েছেন চারিপাশের নিসর্গের দিকে, প্রতিবেশী ভিন্নভাষী মানুষের দিকে এবং তাদের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন চিরন্তন মনুষ্যত্বকে। যতই মূল ভূখন্ড বাংলাদেশের সঙ্গে সংযোগ ক্ষীণ হয়ে গেছে, যতই সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, ততই এ নতুন ভূখন্ডের প্রতি বাঙালীর আনুগত্য বেড়েছে। তাঁরা বিশুদ্ধ বাঙালী থাকেন নি, পুরোপুরি বিহারী হয়ে যান নি, হয়েছেন বিহারের বাঙালী।

এই স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে তাঁরা বাংলা ভাষায় কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, জীবনী ও প্রবন্ধ লিখেছেন এবং তার দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করে তুলেছেন। যেহেতু বাঙলাদেশের লেখকদের চেয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল খানিকটা স্বতন্ত্র, সেই কারণে বাংলা সাহিত্যে তাঁদের রচনা নতুন স্বাদ সঞ্চার করেছে। এই বাঙালীরা অনেকে উপজাতীয়দের জীবন পর্যালোচনা করে নৃতত্ত্বের গবেষণা করেছেন, কেউ লোক-সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন, আবার কেউ বিহারে বসে বাংলা সাহিত্য রচনা করেছেন এবং এইভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মূল স্রোতকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছেন।

যে সমস্ত বাঙালী কথাসাহিত্যিকের বসবাস বিহারে ছিল বা যাঁরা জীবনের অনেকটা সময় বিহারে কাটিয়েছেন এবং যাঁদের রচনায় বিহারের নরনারী ও প্রকৃতি উঠে এসেছে তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাই আমাদের গবেষণার মূল বিষয়। এই গবেষণার ভূমিকা রচনা করতে গিয়ে কিভাবে বাঙালীরা বিহারে বসবাস করতে আরম্ভ করেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা উপস্থিত করলাম। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন বিহারের বাঙালী সাহিত্যিকের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছি, যাঁদের কথা মূল গবেষণার অন্তর্গত করা হয়নি। কাব্যের ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করতে পারি বলদেব পালিতের (১৮৩৫ - ১৯০০) কথা। তিনি কাব্য মঞ্জরী (১৮৬৮), কাব্য মালা (১৮৭০), ললিত কবিতাবলী (১৮৭০) প্রভৃতি কাব্যের রচয়িতা। তাঁর 'ভর্তৃহরি' কাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যে রাজা ভর্তৃহরির কিংবদন্তী ব্যবহার করা হয়েছে। বলদেব পালিত খুব সাফল্যের সঙ্গে সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে এই কাব্যটির বিশেষ প্রশংসা করেন। 'কর্নার্জুন' কাব্যে বলদেব কর্নের ট্রাজিক চরিত্রের প্রতি সুবিচার করেছেন। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বেশ কিছুদিন বিহারে বাস করলেও তাঁর 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে বিহারের পটভূমি অনুপস্থিত। রাজনারায়ন বসু বিহারে বসেই ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। চন্দ্রশেখর বসু ব্রাহ্মধর্ম এবং হিন্দুধর্মের অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্বকে সরল ও সহজভাবে তাঁর প্রবন্ধাবলীতে উপস্থিত করেছেন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে বিহারে। তিনি ১৯৩০ সালের Indian Historical Records Commission এর অধিবেশনের বক্তৃতায় পাটনাকে তাঁর ''Spiritual Home'' বলে বর্ননা করেছেন। তিনিও বিহারে বসবাসকালে অনেক বাংলা প্রবন্ধ লিখেছেন, তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস - গুলোর ভূমিকা। প্রকাশ চন্দ্র রায় লিখিত ''অঘোরপ্রকাশ'' নামক জীবনীটি একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এই গ্রন্থ থেকে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে পাটনার সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবন এবং সেখানকার ব্রাহ্মসমাজের কার্যকলাপের বিবরণ পাই।

অনেক বাঙালী লেখক দীর্ঘদিন বিহারে না কাটালেও তাঁদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁরা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যিনি ''পালামৌ'' নামক ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে পালামৌ জেলার নাতেহার মহকুমা এবং কোল উপজাতির কবিত্বময় বর্ণনা দিয়েছেন। পালামৌ-এর পাহাড় ও অরণ্যের নিঃশব্দ সৌন্দর্য্য তাকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। বাংলায় এমন ভ্রমণবৃত্তান্ত কমই লিখিত হয়েছে। কবি নবীনচন্দ্র সেন রাজকর্মচারী হিসাবে বিহারের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত ছিলেন। তাঁর সেইসব জীবনের অভিজ্ঞতা 'আমার জীবন' নামক আত্মজীবনীতে উল্লেখ আছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে বিহারের উপস্থিতি যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। এখানে প্রসঙ্গতঃ আলোচনা করতে পারি শরৎচন্দ্রের পরিচিত ভাগলপুরের বাসিন্দা নলিনীকিশোর ভট্টের পরিবারের বালবিধবা নিরুপমাদেবীও বিহারে বসেই সাহিত্য রচনা করেছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় শিক্ষাবিভাগে কর্মোপলক্ষে বহুদিন বিহারে বাস করেন। তিনি সাময়িক পত্রিকা, 'শিক্ষাদর্পন' ও 'সংবাদসার', 'এডুকেশন গেজেট' ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ পরিচালনা করতেন। বিহারে স্কুল সমূহের পরিদর্শকপদে নিযুক্ত থাকা-কালীন ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দী ভাষার অগ্রগতি ও হিন্দী-মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। বিহারের বাসিন্দা বাঙালী লেখক ও গবেষকদের আগ্রহেই মৈথিলী ভাষার সাহিত্য ব্যাপক প্রচার লাভ করে। বিস্মৃত প্রায় বিদ্যাপতির রচনাবলীর উদ্ধারের কাজে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং বিচারক সারদা মিত্রের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন সময়ে বিহারে থেকেছেন এবং সাহিত্যচর্চা করেছেন।

এইভাবে বিহারবাসী বাঙালীরা বিহারে বাস করেও বাংলা সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। পুরুষানুক্রমে বসবাসের ফলে যদিই তাদের শিকড় বিহারের

মাটিতে গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছে ততই বিহারের মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁরা একাত্মতা বোধ করেছেন এবং ক্রমে সেই একাত্মতাবোধ তাঁদের গল্পে উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গটি আমরা গবেষণার মূল অংশে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

উল্লেখপঞ্জী

১।	History of Bengal, Vol. I		Page 559
২।	Bengal under the Lieutenant Governors, Vol. I	C.E.Buckland	Page 11-12
৩।	Socio-cultural Study of a Minority Linguistic group 1991	Sudeshna Basak	Page 28
৪।	Reflections and Reminiscences	Nagendranath Gupta	Page 31
৫।	Socio-cultural Study of a Minority Linguistic Group - 1991	Sudeshna Basak	Page 106